দৈনিক সংবাদ
তারিখ 17 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

উত্তরাঞ্চলের শিক্ষাচিত্র

প্রতিবেদন ১

পাঁচ লাখ শিশু স্কুলে যায় না ❑ শিক্ষা কর্মসূচির বহু পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী ঃ দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এগুলোর অনেককিছু বাস্তবায়ন হয়নি এবং যেসব বাস্তবায়িত হয়েছিল সেগুলোও এখন প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। এতে ব্যাপক হারে শিশু স্কুলমুখী হচ্ছে না এবং হলেও পরবর্তীতে তারা আর স্কুলে যাচ্ছে না। কর্মসূচি গ্রহণের পর প্রথম প্রথম সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে যেভাবে তৎপর হতে লক্ষ্য করা গেছে, এখন তা বহুলাংশে ঝিমিয়ে পড়েছে।

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৫ লাখেরও বেশি শিশু স্কুলে যাচ্ছে না অথচ এরা সবাই স্কুলে যাওয়ার উপযোগী। এদের স্কুলমুখী করার যেসব প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে নেয়া হয়েছিল, সেগুলোর অনেক কিছুই এখন বন্ধ হয়ে গেছে এবং যে ক'টি চলছে, সেগুলোও চলছে ঢিমে তালে। এ অঞ্চলের জেলা ১৬টিতে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ। এদের মধ্যে স্কুলে যায় প্রায় ৪৩ লাখ এবং বাকি ৫ লাখ শিশু স্কুলে যায় না।

আগামী ২ হাজার সালের মধ্যে এক শ' ভাগ শিশুকেই স্কুলে নিয়ে যাওয়ার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এসবের মধ্যে ছিল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, উপ-করণভিত্তিক পাঠদান ও মা সমাবেশসহ বিভিন্ন কলাকৌশল। এসবের মধ্যে প্রথমটি চালু থাকলেও বাকিগুলো চলছে ঢিলেঢালাভাবে। তবে সবচেয়ে যেটি আকর্ষণীয় ছিল, বিশেষ করে ঝরে পড়া রোধ করার জন্যে 'উপকরণভিত্তিক পাঠদান' সেটি এখন বন্ধই হয়ে গেছে। অথচ এই কর্মসূচি চালু করার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগেরই একটি সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও যথাযথভাবে চলছে না বলে একই সূত্র থেকে জানা যায়। এরপরও আছে ভবন ও শিক্ষক সংকটসহ নানা ধরনের অনিয়ম। সবার জন্য শিক্ষা এই কর্মসূচি সফল করার জন্য কাগজ-কলমে যে তথ্য দেয়া হচ্ছে তা আদৌ সঠিক নয় বলে পৃথক একটি সূত্রে জানা গেছে। বাস্তবে এই চিত্র ভিন্ন। ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কমেনি মোটেও। কেবল নীলফামারী জেলায় '৯৭ সালে ঝরে পড়ার সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজারেরও বেশি।